সিক্রেটস অব
সদাকাহ

গল্পসূচি

মুহূর্তেই সদাকাহ -- ১৪
পদধূলি যত সদাকাহ তত-------------------------------- ১৬
সদাকাতেই বারাকাহ ------------------------------------- ১৮
নবিজির সদাকাহ -- ২০
পতিতার মার্জনা -- ২৩
ডান হাতের কারিশমা ------------------------------------ ২৬
অসচ্ছলতায় দান -- ২৮
নুড়ি -- ৩০
চিকিৎসার সদাকাহ --------------------------------------- ৩২
গোপনে রোপণ -- ৩৪
প্রতিবেশীর সদাকাহ --------------------------------------- ৩৬
সদাকাহ ও ত্রয়ী সংযোগ ----------------------------------- ৩৮
আফসোস যেন না হয় ------------------------------------- ৪০
দানের প্রতিদান --- ৪২
খেজুরের মহিমা -- ৪৬
গণনা করো না -- ৪৯
দরুদে সদাকাহ -- ৫১
নীরবে সদাকাহ -- ৫৩
অধিক আশা -- ৫৫
স্বর্ণের পাহাড় --- ৫৭
গাছের সদাকাহ --- ৫৯
পরিবার ও সদাকাহ -- ৬১
রবের রহমত --- ৬৩

জানের সদাকাহ-- ৬৫
দ্বৈত দান -- ৬৭
স্মরণীয় সেই বাইরহা --------------------------------- ৬৯
পানি পানে সদাকাহ----------------------------------- ৭১
দানের দোয়া -- ৭৩
মুচকি হাসি-- ৭৫
৩৬০ গ্রন্থির সদাকাহ--------------------------------- ৭৭
সদাকাহ ও জাকাত ----------------------------------- ৭৯
সপ্তাহজুড়ে সদাকাহ----------------------------------- ৮৩
জাকাত -- ৮৫
সদকায়ে জারিয়াহ ----------------------------------- ৮৯
লোকমায় সদাকাহ------------------------------------ ৯১

মুহূর্তেই সদাকাহ

শনিবার মানে মীমের মন খারাপের দিন। শনিবার স্কুল অফ মানে সাদিয়ার সাথে তার শত আনন্দ-বেদনার কথপোকথন বন্ধ। তাই শনিবার মানে মীম আর সাদিয়ার কাছে পানসে দিন। মীম আর সাদিয়া বেস্ট ফ্রেন্ড। অন্যসব বান্ধবীর মতো অসার গল্পে তারা মজে থাকে না। তারা উভয়ই রবের সন্তুষ্টির সন্ধানের পথিক। রবি-সোম মীমের দিন। বুধ-বৃহস্পতি সাদিয়ার দিন। এই দিনগুলোতে তারা একটি বা দুটি হাদিস শুনিয়ে থাকে একে অপরকে। লাঞ্চ টাইমে তারা সালাত শেষ করে যতটুকু সময় পায়, ওই সময় তারা চেষ্টা করে আমলের ডায়রিটা নেকি দিয়ে পূর্ণ করতে। আজ সোমবার। মীমের হাদিস শোনানোর দিন। মীম খুব আগ্রহভরে সাদিয়াকে বলছে, জানিস, আজ তোকে মুহূর্তেই সদাকাহ করার ওয়ে জানিয়ে দেবো।

সাদিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে মীমের দিকে তাকিয়ে বলল, এও সম্ভব?

মীম বলতে লাগল। শোন তাহলে, 'প্রতিটি সুবহানাল্লাহ সদাকাহ। প্রতিটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদাকাহ।'

সাদিয়ার মুখ হতে সাথে সাথেই বের হয়ে এলো সুবহানাল্লাহ। মীম বলে উঠল, তুই মুহূর্তেই একটা সদাকাহ তোর ডায়রিতে যুক্ত করে ফেললি। এবার আমাকে ট্রিট দিতেই হবে বলে রাখলাম। সাদিয়া বলল, সে নাহয় দিলাম। এর আগে বল হাদিসটা কি অতুটুকুই নাকি আরও বিস্তৃত? মীম বলল, আবু জর গেফারি রাদি. হাদিসটা আরও বর্ণনা করে বলেন[১]—প্রতিটি ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া সদাকাহ। মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদাকাহ।

সাদিয়া আবারও বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ।

---

১. সহিহ মুসলিম, ৭২০

পদধূলি যত সদাকাহ তত

সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের হলের কথা যদি চিন্তা করি, সেখানে আড্ডা দেওয়া, হাসাহাসি করা, ওই মেয়ে সেই মেয়ে নিয়ে মন্তব্য করা থেকে শুরু করে কী করা হয় না রাতভর দিনভর! তবে এতসব নোংরামোর মাঝে দুয়েকটা রত্ন পাওয়া যায় । এমন দুটি রত্ন হলো নজরুল হলের সাইফুল্লাহ ও বরকত। তবে তাদের উভয়ের মধ্যে বরকত আল্লাহর বিধান নিয়ে বেশ স্ট্রিক্ট। সালাত থেকে সদাকাহ। সাপ্তাহিক সিয়াম হতে কুরআন তেলাওয়াত। এসব বরকতের প্রতিদিনকার রুটিন। ফজরের সময় যখন শীতের ভোরে লেপ মুড়িয়ে ঘুমাতে ব্যস্ত সকলে, তখন বরকত তার কর্তব্য অনুযায়ী সবাইকে 'আস সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' বলে সর্তক করে দেয়। সাড়াশব্দ না পেয়ে ধীরগতিতে ওজু করে দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওজু আদায় করে মসজিদের দিকে রওনা হয়। সে সময় হোস্টেলের সামনের রাস্তায় বিভিন্ন চিপস, চকলেটস, আইসক্রিমের ঠোঙা পড়ে থাকে। কারণ, সেই সব আল্লাহর বান্দারা রাতভর আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আড্ডা আর বাজিমাত করার একপর্যায়ে যখন গলা শুকিয়ে আসে, আর তখন যখন খাবার খেতে হয় সেসবের ঠোঙা যেখানে হাত যায় সেখানেই ঢিল ছুড়ে। অতঃপর শান্তির (অশান্তির) ঘুমে পাড়ি জমায়। আর সেসব ঠোঙা হাতে নিয়ে ঝুড়িতে রাখে বরকত।

একদিন বিকেলের কথা, এত মনখারাপ ছিল যে চোখ বন্ধ করে টেবিলে থাকা একটা বইয়ে হাত দেয়। এটা তার মনখারাপ কালের অভ্যাস। অতঃপর চোখ বন্ধ করে একটা পৃষ্ঠা উলটাতেই একটা হাদিস চোখে পড়া মাত্রই বরকতের সারা বিকেলের মনখারাপ উড়ে যায় আকাশে ডানা মেলতে মেলতে। সেই বইয়ের ১৬০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় হাদিসের শেষাংশে লেখা ছিল—

সদাকাতেই বারাকাহ

আশফিকা কখনোই ভাবেনি দানের বরকত আল্লাহ এত দ্রুত ও উত্তমভাবে দিয়ে দেন। আল্লাহু আকবার!

একদিনের ঘটনা, আশফিকা কলেজ থেকে ফেরার পথে এক অসহায় মহিলাকে দেখতে পায়। যে কিনা কয়েক বেলার অভুক্ত ছিল। তাই আশফিকা তার গাড়ি ভাড়ার ২০ টাকা ওই মহিলাকে দিয়ে তার বাসার উদ্দেশে ধীর পায়ে এগোতে থাকে। কিছুদূর যেতে না যেতেই তার ছোট মামার দেখা মেলে। আশফিকা পুরোই অবাক তার মামাকে দেখে! কারণ, তিনি আজ তাদের বাসায় আসার কোনো কথাই ছিল না। হুট করে না বলেই চলে এসেছেন ভাগনেদের দেখতে। প্রচণ্ড রোদ; তাই মামা পাশের একটা জুশ বারে জুশ খেতে আশফিকাকে নিয়ে বসে পড়ে। জুশ খাওয়া শেষে মামা আর আশফিকা রিকশা নিয়ে হনহনিয়ে বাসায় পৌঁছে যায়। আশফিকার মা তো আশফিকার সাথে তার ছোট ভাইকে দেখে আরও অবাক!

অনেকদিন পর দুই ভাই-বোন একে অপরকে দেখে আর আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর অন্যদিকে আশফিকা রুমে ব্যাগটা রাখতে রাখতে ভাবে সদাকার বরকতের কথা। সে আরও আবিষ্কার করে সদাকাহ এমন এক জিনিস, যা প্রদান করলে আল্লাহ ধারণাতীত উৎস হতে বরকত দিয়ে থাকে। এরপর দিন কলেজের ক্লাসরুমে পা দিতে না দিতেই সাবার সাথে শেয়ার করে গতকালের বিস্ময়কর ঘটনা। তখন সাবা আয়েশা রদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সেই ঘটনা বলল—

আয়েশা রাদি.-এর নিকট জনৈক ভিক্ষুক এসে কিছু ভিক্ষা চায়। তিনি (আয়েশা) রোজা রেখেছিলেন। ঘরে একটি রুটি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি স্বীয় দাসীকে বললেন, ওটা ফকিরকে দিয়ে দাও। দাসী বলল, আপনার ইফতারের জন্য আর কিছুই থাকবে না। তিনি বললেন, (যাইহোক) দিয়ে

নবিজির সদাকাহ

আমি আমার উস্তাজের প্রতিদান কখনো দিতে পারব না। উস্তাজ যেভাবে কুরআন আর হাদিসের দরস দেন তা কোনো কিছুর সাথে তুলনা হয় না। আমার জীবনের অমূল্য রতন যদি থেকে থাকে কিছু, তা হলো উস্তাজের পাঠদান। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল আবদুর রহমান। সে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। যে সময়টায় ভাই-বোন থাকলে হয়তো খুনসুটি করার কথা ছিল, সে সময়টায় মাদ্রাসা শেষে আবদুর রহমান উস্তাজের পাঠদান নিতে ব্যস্ত। আজ উস্তাজ দরস দিচ্ছেন রাসুল ﷺ-এর সদাকাহ বিষয়ে। উস্তাজ হামদ ও সানা পাঠ করে বলতে লাগলেন রাসুল ﷺ-এর সদাকাহ সম্পর্কিত হাদিসগুলো।

সাহল ইবনে সাদ রাদি. বলেন, এক নারী নবি করিম ﷺ-এর নিকট একটি 'বুরদাহ' নিয়ে এলো। সাহল রাদি. লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি জানেন 'বুরদাহ' কী? তারা বললেন, তা চাদর। সাহল রাদি. বললেন, এটি এমন চাদর, যা ঝালরসহ বোনা। এরপর ওই নারী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম। নবি ﷺ চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবি ﷺ বললেন, হ্যাঁ (দিয়ে দেবো)। নবি ﷺ উঠে চলে গেলে অন্য সহাবিরা তাঁকে দোষারোপ করে বললেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন। এরপরও তুমি সেটা চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না।

ডান হাতের কারিশমা

আজ মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আর এমন দিনগুলোতে আসমা ম্যাম প্রতিবারের মতো চিরকুট খেলার আয়োজন করেছেন। এই চিরকুট খেলার বিশেষত্ব হলো, 'এক বাক্যে মায়ের বলা একটি উপদেশ প্রকাশ করতে হবে।' ম্যাম নোটিশ করলেন, আজ জুয়াইরিয়াকে দেখতে পাচ্ছি না যে! জুয়াইরিয়াহ পেছন থেকে শব্দ করে বলল, ম্যাম, আজ লেইট হয়ে যাওয়ায় পেছনে বসতে হলো। ম্যাম এবার একটু চুপ থেকে সবাইকে চিরকুট লেখার জন্য ৫ মিনিট সময় বেঁধে দিলেন। ১ মিনিট যেতে না যেতেই জুয়াইরিয়াহ বলে উঠল, 'ম্যাম, আমার লেখা শেষ।'

ম্যাম অবাক হয়ে চিরকুট হাতে নিয়ে দেখল তাতে লেখা, 'বাম হাত যেন জানতে না পারে ডান হাতের কারিশমা।'

সবাই যখন চিঠি লিখতে ব্যস্ত, তখন ম্যাম চিঠির সারমর্ম জানতে চাইলেন জুয়াইরিয়াহ থেকে। জুয়াইরিয়াহ বলল, ম্যাম, আমার মা শুধু মা নয়, আমার উত্তম শিক্ষিকা। দ্বীনের গুরু। চিঠির সারমর্ম ইঙ্গিত করে সেই হাদিস, যা আমার মা প্রতিদিন নয়—বরং খানিক বাদে বাদে শুনিয়ে থাকেন আমাকে।

সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তার ছায়া দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। সাত নম্বর শ্রেণি হলো সেই ব্যক্তি, যে গোপনে সদাকাহ করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী দান করে।[১৭]

ম্যাম, আমার মা দানের ব্যাপারে এতটাই সজাগ, স্কুলে প্রতিদিন আসার সময়ও কিছু টাকা এক্সট্রা দিয়ে দেন শুধু সদাকাহ করার জন্য। ম্যামের মুখ হতে অস্পষ্ট বের হয়ে এলো, আল্লাহু আকবার! কতই না উত্তম নারী তিনি।

---

[১৭]. বুখারি, ৬৬০, মুসলিম, ১০৩১, মিশকাত, ৭০১

প্রতিবেশীর সদাকাহ

আমাতুল্লাহ নানুর বাসায় গ্রীষ্মের এক দুপুরে বেড়াতে গেলে তার নানু তাকে কোনোরকমের ফুরসত না দিয়েই বললেন, ওজু সেরে নাও। পাশের বাসায় দ্বীনি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে আজ। আমাতুল্লাহ এসব হালাকাগুলো খুব বেশিই পছন্দ করে। তাই সে সুন্দরভাবে ওজু সেরে নিল পাশের বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে। যে আপা আজ দরস দেবেন তিনি পাশের গলিতেই থাকেন। প্রতি শুক্রবার এই বৈঠক করে থাকেন তিনি। বক্তব্যের শেষ প্রান্তে তিনি প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে থাকেন সকলকে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বৈঠকের মধ্য হতে আজ আমাতুল্লাহ প্রশ্ন করে, 'প্রতিবেশীর ওপর কি আমাদের কোনো দায়িত্ব রয়েছে?'

আপা প্রথমেই জাজাকিল্লাহ খাইরান জানালেন এবং বলতে শুরু করলেন, আমরা কমবেশি সকলেই জানি প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে। যেমন—ভালো ব্যবহার করা, ঝগড়াঝাঁটি না করা, গালিগালাজ না করা, ক্ষতিসাধন না করা, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। হাদিসে এসেছে—

সেই ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।[২৩]

তবে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই প্রতিবেশীর ওপর সদাকাহ। কখনো ভেবেছি, প্রতিবেশীর সদাকাহ সম্পর্কে? অথচ এ বিষয়ে রাসুল ﷺ অনেক মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেন—

যখন তুমি মাংস রান্না করবে, তাতে পানি বেশি দেবে, অতঃপর তা দ্বারা তোমরা প্রতিবেশীর খবরগিরি করবে। অর্থাৎ দান করবে।[২৪]

---

[২৩]. আদাবুল মুফরাদ, ৮৯, সহিহ মুসলিম, ৪৬, সহিহ বুখারি, ৬০১৬, মিশকাত, ৪৯৬৩

পানি পানে সদাকাহ

নাফসিনদের বাসায় আজ তার মামা বাড়ি থেকে অনেকেই বেড়াতে এসেছে। নাফসিনের আম্মু কাজের সুবিধার্থে তাদের তিন বোনের মাঝে কাজ ভাগ করে দেন। মা-মেয়ে চারজনই কাজে ব্যস্ত। ঠিক দুপুর একটায় কলিংবেলের শব্দে নাফসিনের আম্মু গরুর মাংসের পাতিলটা ঢাকনা দিয়ে দরজা খুলতে গেলেন। এত এতদিন পর ভাই, ভাবী, ভাইয়ের ছেলেদের দেখতে পেয়ে তার আনন্দের সীমা থাকে না। আসতে না আসতেই আজান হয়ে যায়। তাই নাফসিন লেবুর শরবতের গ্লাস এগিয়ে নিয়ে যায় মেহমানদের নিকট। নাফসিন তার তিন বোনের মধ্যে ছোট; তাই সে টুকটাক এসব কাজ করে। কেননা, তাদের মামাতো ভাইদের সামনে পর্দার হেতু যাওয়া হয় না। শরবত খেয়েই নামাজের জন্য বের হয়ে পড়ে মামা ও মামাতো ভাইয়েরা। এদিকে হালকা খোশগল্পে মজে গিয়েছে ননদ আর ভাবী। গরুর মাংসটা একেবারে হয়ে এসেছে। তাই চুলা অফ করে টেবিল সাজাতে ব্যস্ত হয়ে যায় নাফিসার বোন। এর ফাঁকে মামি ফ্রেস হতে গেলেন। তিনি সালাত শেষ করতেই একসময় বাবা-ছেলেরাও সালাত শেষ করে চলে এলেন। আর তাদের টেবিলে বসতে বললেন লাঞ্চটা সেরে নিতে। খাবার টেবিলে লবণ এগিয়ে দিতে, গ্লাসে পানি ঢেলে দিতে এটা ওটা দিতে হেল্প করছিল ছোট নাফসিন। আর সবাই বলছে, আমাদের নাফসিন বড় হয়ে যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ।

সবাই যার যার মতো রেস্ট নিতে চলে যায় আর নাফসিন মনে মনে নিজেকে বলতে থাকে, আসলে বড় হয়ে যাচ্ছি কিনা জানি না। তবে এক প্রকার বড় হচ্ছি হয়তো। সেটা নেকি অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

নাফসিন শুধু কোনো অতিথি নয়, কোনো সাহায্যপ্রার্থী এলে নয় এবং তার মা-বোনদেরও পানি খাওয়াতে সে খুব আগ্রহী। এর কারণ, মায়ের মুখের সেই হাদিসগুলো, যেখানে পানিও যে সদাকাহ তা ফুটে উঠেছে। যেমন—

মুচকি হাসি

আনন্দপুর এলাকায় এক অদ্ভুত লোককে দেখা যায়। যিনি সর্বদা হেসেদুলে কথা বলেন। তার হয়তো শত্রু থাকলে তার সাথেও কথা বলত হাসিমুখে। হেসে কথা বলা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হোক সে বয়সে বড় অথবা ছোট। ছোটরা তার সাথে সঙ্গ দিতে বেশি ভালোবাসে তার হাসির মায়ায়।

একদিনের কথা, এক আগন্তুক কোনো একটি ঠিকানা দেখিয়ে জানতে চাইলেন ঠিকানার পথ। তিনি মুচকি হেসে সালাম জানিয়ে দেখিয়ে দিলেন সেই ঠিকানা। ব্যস্ততার এই দুনিয়ায় যখন পরিচিতরাই একে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে নারাজ, অথবা বিরক্তবোধ করে; সেখানে অপরিচিত কারোর সাথে হাসিমুখে কথা বলাটা লোকটার কাছে অদ্ভুত ঠেকল। তাই সামনের দোকানে বসা লোকদের নিকট আবারও ঠিকানা নিশ্চিত হতে এগিয়ে গেল। অতঃপর সেই লোকগুলো লোকটার হাসির রহস্য আগন্তুককে জানাতে গিয়ে কারণ হিসেবে বলল রাসুল ﷺ-এর সেই হাদিস; যা সহজে সদাকার সওয়াব বয়ে আনে। একটি হাদিসে নবিজি বলেছেন—

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

প্রতিটি ভালো কাজ সদাকাহ। আর গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো কাজ হলো, অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা।[৬৩]

আরেক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

তোমার ভাইয়ের (সাক্ষাতে) মুচকি হাসাও একটি সদাকাহ।[৬৪]

---

৬৩. জামে তিরমিজি, ১৯৭০

৬৪. জামে তিরমিজি, ১৯৫৬

৩৬০ গ্রন্থির সদাকাহ

ঘড়ির কাটায় নয়টা ছুঁই ছুঁই। মা হাজিরা রান্নাঘরে কাটাকুটি করছেন। তার আট বছরের মেয়ে ডেকে বলল, মা, নয়টা বেজে যাচ্ছে যে! আমরা আজ ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ সদাকাহ করব না?

মেয়েকে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন ওজুখানায় ওজু করার জন্য। মা ও মেয়ে ওজু শেষে জায়নামাজ বিছিয়ে নেয়; যেখানটায় জানালার গ্রিলের ফাঁকে ফাঁকে রোদ আসছিল। মিষ্টি রোদে সালাতুল চাশত আদায় করতে খুব ভালো লাগে হাজিরার। সালাত শেষ করে মেয়ে তার মায়ের প্রত্যেকটা আঙুলে একবার করে পড়ে নিচ্ছে—

আল্লাহু আকবার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আস্তাগফিরুল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

সুবহানাল্লাহ।

মেয়ের এমনটা করার কারণ তার মা প্রথম প্রথম মেয়ের আঙুলে সালাত শেষে জিকির করত। এখন মেয়ে মাকে সুযোগ দেয় না; বরং মেয়ে আগেভাগে মায়ের আঙুলে জিকির করে নেয়। আর এটা হাজিরার মেয়ের খুব প্রিয় একটি কাজ। সপ্তাহের সাতটা দিন মা-মেয়ে ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ সদাকাহ করতে বেশ সজাগ। যদি বলা হয় কী সেই ৩৬০ সংখ্যার সদাকাহ? তাহলে উত্তর হবে রাসুলের বাণী। রাসুল ﷺ বলেন—

মানুষের শরীরে ৩৬০ জোড়া গ্রন্থি আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো, প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সদাকাহ করা। সাহাবায়ে কেরাম বললেন,